সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

# তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮-এর ওপর আলোচনাপত্র

**১৯ মার্চ ২০০৮**

**কনফারেন্স হল, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা**

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশের একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে এবং এ বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ খসড়া অধ্যাদেশে মোট ২৭টি ধারা রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা এবং দেশে বলবৎযোগ্য আইনের অধীনে নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা, সমিতি, সংগঠনকে এ অধ্যাদেশের আওতায় রাখা হয়েছে। এ অধ্যাদেশের অধীনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের বা সংস্থার সাথে সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন তথ্যসহ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থ, কৌশলগত বৈজ্ঞানিক স্বার্থ, কোন ব্যক্তির আয়কর শুল্ক ও আবগারী; অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের তদারকি ও পরিচালনা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় অনুচিত হস্তক্ষেপ হয় এমন তথ্য এবং সংসদীয় কার্যক্রম বা ক্ষমতাবান আদালতের আদেশ লংঘিত হয় এমন কোন তথ্য প্রকাশের বিষয়টিকে অধ্যাদেশে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা আছে, তথ্য কমিশন এ বিষয়ে সকলের জন্য অনুসরণীয় একটি নির্দেশনা বা গাইড লাইনস্ তৈরী করবেন। প্রতি বছর এ অধ্যাদেশের বিধানাবলীর বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটিও তথ্য কমিশন করবেন এবং তা ওয়েবসাইটে দেয়া হবে। সরকারের এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশা করব ভবিষ্যতেও জাতীয় নীতি নির্ধারণী বিষয়ে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। কিন্তু ওয়েবসাইটে এখনো ব্যাপক জনমানুষের অভিগম্যতা নেই। সরকার জাতীয়ভাবে ঢাকায় সীমিত পর্যায়ে এ বিষয়ে মতামত নেয়ার জন্য আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করলেও ঢাকার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের তেমন কোন কার্যকরী অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়নি। এ বিষয়ে জনঅংশগ্রহণ এবং জনসচেতনতার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা ২০টি জেলায় সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছি। স্থানীয় এ আয়োজনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমাদের আজকের এ আয়োজন। এর ওপর প্রণীত সুপারিশমালা আমরা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে সুবিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবো। আলোচনার জন্য আমরা জেলা পর্যায়ের মতামত এবং সুপারিশমালা এখানে উপস্থাপন করছি।

জেলা পর্যায় থেকে আমরা দু’ধরনের মতামত পেয়েছি – সাধারণ এবং অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ। সাধারণ মতামতগুলো হলো,

- অধ্যাদেশের ভাষা সাধারণের জন্য বোধগম্য নয়। এটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। ধারাসমূহের ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।
- সরকারের খসড়া প্রণয়ন কমিটিতে রাজনৈতিক, নাগরিক সমাজ বা গণমাধ্যমের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। আইনটি চূড়ান্ত করার আগে সকল মহলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি কমিটি গঠন করতে হবে।
- বহুজাতিক সংস্থা, দাতাগোষ্ঠি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি সহ সকল ধরনের সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনতে হবে।
- খসড়া অধ্যাদেশের ওপর মতামত নেয়ার সময়সীমা বাড়ানো উচিৎ।
- সরকারের ভূমি অফিস সহ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন – হাসপাতাল, থানা) কাছ থেকে জনগণ কিভাবে সহজে তথ্য পাবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সকল বিভাগে কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে জনগণ সহজে তথ্যের সুবিধা পেতে পারে।
- সরকারের সাথে বিদেশি যেকোন সরকার, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার সাথে যেকোন ধরনের চুক্তির বিষয়টি জনগণের জানার ব্যাপারে অধ্যাদেশে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

**অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ/মতামত**

| **খসড়া তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮** | **সুপারিশ/মতামত** |
|---|---|
| মুখবন্ধ : জানার স্পৃহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তথ্য জানার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে তথ্য অধিকারে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু তথ্য জানার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত এবং তথ্যাধিকার প্রয়োগের জন্য একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন;<br>এবং যেহেতু তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হইলে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হইবে;<br>এবং যেহেতু দেশের **নিরাপত্তা ও জনস্বার্থে কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য** সরকারের নিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত হওয়া উচিৎ। | মুখবন্ধে নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও জনস্বার্থ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া কিছু বিশেষ ধরনের তথ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। |
| ৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্যঃ- ১৯২৩ বা | ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত অফিসিয়াল |

| | |
|---|---|
| সমসাময়িক বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হইবে। | সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৩ সহ বিদ্যমান যেসকল আইন জনগণের তথ্য অধিকারের অন্তরায় তা সুস্পষ্টভাবে বাতিল করার ঘোষণা প্রদান করতে হবে। |
| ৫। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশঃ-<br>প্রত্যেক সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রতি দুই বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে। | দু'বছরের জায়গায় প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। |
| ৬। তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার পদ্ধতি ঃ-<br>(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক **মুদ্রিত আবেদন ফরমে এবং নির্ধারিত ফি** প্রদানের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করিতে হইবে।<br>(গ) উক্ত তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (ক) উপ-ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে **২০ (বিশ) দিনের মধ্যে** আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের প্রকৃত খরচ এর উপর ভিত্তি করিয়া অতিরিক্ত ফি নির্ধারণ করিবেন।<br>(ঘ) যদি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান তথ্য প্রদানে সম্মত না হন তবে তিনি অসম্মতির কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন পাওয়ার **২০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিবেন।** | (খ) তে মুদ্রিত ফরম বা সাদা কাগজের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে; নির্ধারিত ফি-র পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে এবং শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের জন্য কোন ফি ধার্য করা যাবে না।<br>২০ দিনের জায়গায় সময় কমিয়ে কমপক্ষে ৭ দিন এবং প্রয়োজন অনুসারে ২৪ ঘন্টা করতে হবে।<br>কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে অসম্মত হলে অসম্মতির লিখিত কারণ এই সময়সীমার পূর্বেই আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে। |
| ৭। তথ্য প্রদানের পদ্ধতিঃ-<br>তবে শর্ত থাকে যে, যদি আবেদনকৃত তথ্য পাওয়ার সাথে কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু কিংবা কারাগার হইতে মুক্তি'র বিষয় জড়িত থাকে তাহা হইলে তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আবেদন লাভের **৪৮ ঘন্টার** মধ্যে উক্ত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে। | তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে আবেদন লাভের ৪৮ ঘন্টার বদলে তথ্য সরবরাহের সময় ২৪ ঘন্টা করতে হবে।<br><br>(গ) ধারায় শুধু প্রতিবন্ধীদের কথা বলা হয়েছে। এখানে বয়স্ক, নারী ও শিশুদের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। |

| | |
|---|---|
| (গ) এই অধ্যাদেশের অধীনে যদি কোন তথ্য কর্মকর্তার কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা তাহার অংশ বিশেষ জানানোর প্রয়োজন হয় তবে তথ্য কর্মকর্তা তাহাকে তথ্য লাভে সহায়তা করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যেই ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।<br>(ঘ) যদি তথ্য মুদ্রিত বা কোন ধরণের ইলেক্ট্রনিক ফরমেটে যদি তথ্য প্রদান করা হয় তবে **(চ) নং উপধারা** অক্ষুন্ন রাখিয়া আবেদনকারী নির্ধারিত ফি প্রদান করিবেন। | ৭ (ঘ) উপধারায়, (চ) নং যে উপধারার কথা বলা হয়েছে , তা প্রকৃতপক্ষে কোন ধারার অধীন তা উল্লেখ করা হয়নি। |
| ৮। তথ্য প্রকাশ হইতে অব্যাহতিঃ-<br>এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে যদি;-<br>(ক) এইরূপ তথ্যের প্রকাশের ফলে **রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বা সংস্থার সাথে** বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুন্ন হইবার আশংকা থাকে; অথবা<br>(খ) এইরূপ তথ্যের সাথে কর্তৃপক্ষের **বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থ** জড়িত আছে অথবা কৌশলগত বৈজ্ঞানিক স্বার্থ জড়িত আছে এবং এইরূপ তথ্য প্রকাশের ফলে সেই স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকে; অথবা | "রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা অথবা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের বা সংস্থার সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুন্ন হইবার আশংকা"-বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। এখানে "সংস্থার সাথে" বিষয়টি অত্যন্ত আপত্তিকর ও সন্দেহজনক। বহুজাতিক কোম্পানি ও তার দেশীয় সহযোগীদের স্বার্থ রক্ষায় "বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থ" এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ার এ অংশটি বাদ দিতে হবে। |
| (গ) **এইরূপ তথ্যের প্রকাশের ফলে সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে বিঘ্নিত কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা থাকে; অথবা** | "কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা থাকে" খসড়ার এ অংশটি বাদ দিতে হবে। |
| (ঘ) এইরূপ তথ্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের আয়কর, শুল্ক ও আবগারী অথবা মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার অথবা অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের তদারকি ও পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত হয়; অথবা। | ঘ ধারায় "কর্তৃপক্ষের আয়কর, শুল্ক ও আবগারী অথবা মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার অথবা অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের তদারকি ও পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত হয়" সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। |

| | |
|---|---|
| (চ) এইরূপ তথ্যের প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি অনুচিত হস্তক্ষেপ হইবে; অথবা<br>(ঝ) যেই সব তথ্য প্রকাশ **জনস্বার্থের পরিপন্থী।** | বাংলাদেশের মত দারিদ্র পীড়িত সমাজে "জনস্বার্থের পরিপন্থী" বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট করতে হবে।<br>এ ধারায় তথ্য প্রকাশ হতে অব্যাহতির কথা বলা হয়েছে। এর পরিবর্তে কোন কোন তথ্য প্রদান করতে হবে তা নির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। অব্যাহতির বিষয়টি পরিষ্কার করা উচিত। এর পরিধি কি তাও জনসাধারণের বোধগম্য হতে হবে। |
| ৯। আংশিক তথ্য প্রদানঃ-এই আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে-আবেদনকারীকে আংশিক তথ্য প্রদান করা যাইবে। | ৮ নং ধারায় "তথ্য প্রকাশ হইতে অব্যাহতি" সাপেক্ষে বাকি তথ্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ ও প্রদান করতে হবে। |
| **তথ্য কমিশন**<br>নিম্নলিখিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। তবে প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারদের মধ্যে অন্তত ১জন মহিলা হইবেন।<br>(ঘ) কমিটির সদস্যরা হইলেন-<br>১. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত অ্যাপিলেট বিভাগের একজন বিচারপতি-যিনি হইবেন এই কমিটির চেয়ারম্যান; অন্যান্য সদস্যরা হইলেন-<br><br>২. **চেয়ারম্যান, সরকারী কর্ম কমিশন;**<br>**৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;**<br>৪. **চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;** | চেয়ারম্যান, সরকারী কর্ম কমিশন; মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন -- এই পদগুলো রাজনৈতিকভাবে বিবেচিত সরকারি কর্মকর্তা। এই কমিটিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে। |
| ১৫। তথ্য কমিশনের কর্মচারীঃ-এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত তথ্য কমিশন | "সরকার" শব্দটি বাদ দিয়ে তথ্য কমিশনার হওয়া বাঞ্ছনীয়। |

| | |
|---|---|
| ফলপ্রসুভাবে পরিচালনার জন্য যেই রকম কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রয়োজন হইবে **সরকার** সেই পরিমাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ব্যবস্থা করিবেন। কমিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন। | |

খসড়া এ অধ্যাদেশ সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে সরকারের কাছে আমরা আমাদের সুপারিশমালা পেশ করবো।


# সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান -সুপ্র

বাড়ি ৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।

ফোন : ৯১৪৫৬০০, ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০

ই-মেইল: info@supro.org ওয়েবসাইট: www.supro.org